Re. 2.00
মূল্য ঃ ২ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : V Issue : IV, 15th July, 2016 শ্রাবণ, ১৪২৩, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN / 2012/ 46375

আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলী

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
আবির্ভাব - ২৬শে জুন, ১৮৩৮
তিরোভাব - ৮ই এপ্রিল, ১৮৯৪

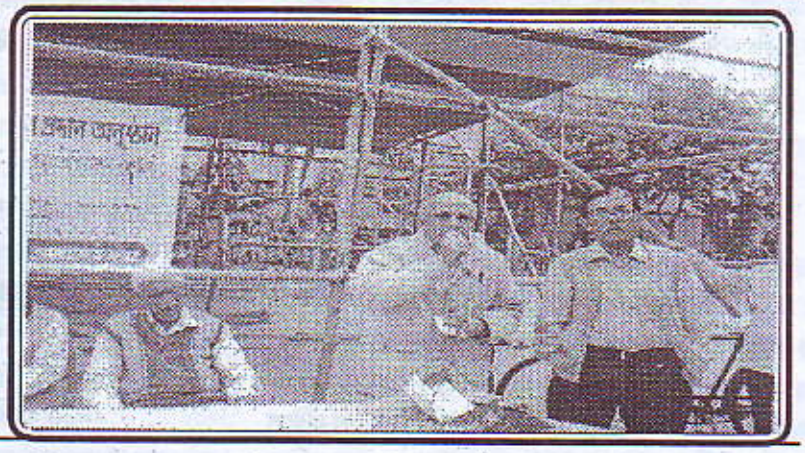

বিক্রমগড় হরিসভা মাঠে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিশিষ্ট প্রবীণ নাগরিক

"বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ"

"আনন্দ মঠ" সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় ধারাবাহিক বের হয় বঙ্গাব্দ চৈত্র - ১২৮৭ জ্যৈষ্ঠ - ১২৮৯ সালে। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে। স্বদেশীর সময়ে "১৯০৪ - ১৯০৫" থেকে তা একটি জাতীয়তার মন্ত্র 'বন্দেমাতরম্' সৃষ্টি করেছে। এই গীতটি "আনন্দমঠ" উপন্যাসের অংশ। এটি স্বাধীনতা সংগ্রামে জনগণের অনুপ্রেরনার উৎস ছিল। বর্তমানে এটি জাতীয় গীত হিসাবে স্বীকৃত। গানটির প্রথম স্তবক নীচে দেওয়া হল —

বন্দেমাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্রজ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীম্।
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীম্।
সুখদাং বরদাং মাতরম্।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ৩০.০৭.২০১৬ শনিবার ১১তম বাৎসরিক সাধারণ সভা সংস্থার কার্যালয় বিমল চ্যাটার্জী অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে বিকেল ৫টায়। সকলের উপস্থিতি একান্ত কাম্য।

-ঃ আলোচ্য সূচী ঃ-

১। ১০ম বার্ষিক সভার বিবরণী।
২। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ২০১৫-১৬।
৩। ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরের আয় - ব্যয়ের হিসাব
৪। পরবর্তী বছরের পরিচালন কমিটি গঠন।
৫। পরবর্তী বছরের হিসাব পরীক্ষক নিয়োগ।
৬। পরবর্তী বছরের কর্মসূচী গ্রহন।
৭। বিবিধ।

ধন্যবাদান্তে
দীপেশ মিত্র
সম্পাদক

প্রবীণদের রক্ষা করো

গৌতম রায় চৌধুরী

সারা বিশ্বে ১৫ই জুন দিনটি বয়স্ক মানুষদের গঞ্জনার বিরুদ্ধে সচেতন হওয়ার দিন হিসাবে পালিত হয়। এরই প্রাক্কালে ১৪ই জুন, ২০১৬ তারিখে বিকেল ৪টায় কলামন্দিরে Help Age India এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। বেথুনের তরফ থেকে আমরা কয়েকজন সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলাম।

প্রবীণদের নিরাপত্তা দিতে Help Age India চালু করলো এক মোবাইল অ্যাপ Help Age SOS আনুষ্ঠানিক ভাবে অ্যাপটি চালু করলেন কলকাতা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত গোয়েন্দা প্রধান বিশাল গর্গ।

ভারতের প্রবীণরা সুখে নেই, বিশেষকরে নগরবাসীরা। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, শহরাঞ্চলে ষাটোর্দ্ধদের সংখ্যা দশ শতাংশের একটু বেশি। তাঁদের মধ্যে যারা মধ্যবিত্ত, তাঁরা অনেকেই যুগলে / একাকী বাস করেন। সন্তানাদি কর্মোপলক্ষে হয় অন্য শহরে বা অন্য দেশে। জীবনের অপরাহ্নে নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে উৎকণ্ঠা চব্বিশ ঘন্টার সঙ্গী। আবার Help Age India তাদের সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখেছেন প্রবীণরা তাদের পরিবারের পরিজনদের হাতেই বেশী লাঞ্ছিত হন, লাঞ্ছনাকারিদের বেশীরভাগই পুত্রবধূ এবং পরের গরিষ্ঠ অংশ হলো নিজেদের আত্মজ। প্রবীণদের নিরাপত্তা দিতে রাষ্ট্র যখন ব্যর্থ, কলকাতা পুলিশের "প্রণাম" প্রকল্প প্রায় মুখ থুবড়ে পড়েছে, তখন এই মোবাইল প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবস্থা উপকারে আসবে বলে মনে হয়।

Help Age India -র উত্তরপূর্ব ভারতের প্রধান শর্মিলা মজুমদার জানালেন এই পরিষেবা ব্যবস্থা থেকে দিনরাতের যেকোন সময়ে প্রবীণরা ফোন করে সাহায্য চাইতে পারবেন। কোন ফোন নম্বর ডায়াল করতে হবে না। অ্যাপে থাকা বোতাম টিপলেই Help Age India র হেল্পলাইনে সরাসরি ফোন চলে যাবে। এই পরিষেবা সম্পূর্ণ নিখরচায় পাওয়া যাবে। দিবারাত্র চালু থাকার জন্য তাদের আধিকারিকরা লাঞ্ছনা, দুর্ঘটনা বা উদ্ধার কার্যে সবসময় সাহায্য করতে পারবেন। এছাড়া অন্যান্য তথ্য পাওয়া যাবে, যেমন প্রবীণদের অধিকার, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, উইল / ইচ্ছাপত্র বা সক্রিয় থাকার উপায় প্রভৃতি। উপরন্তু খুচরা বিক্রী এবং প্রবীণদের নানারকমের কমিশনের তথ্য পাওয়া যাবে। এই www.helpageindia.org অথবা Google Play Shareথেকে শুধুমাত্র Android Smart ফোনে ডাউনলোডে করা যাবে। যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা বাবা মা কে ছেড়ে বাইরে আছেন তারা যদি এই ডাউনলোড করে নেন তবে সহজেই বিপদের সময় সাহায্য করতে পারবেন। অর্থাৎ এই অ্যাপের সাহায্যে নবীণ-প্রবীণের মেলবন্ধন হাতে পারে আমরা আশা করবো যে কোন প্রবীণের বিপদের খবরে কোন এক অপরিচিত নবীন অযাচিতভাবে এগিয়ে আসবেন।

আমাদের দুঃখ অ্যাপটির সুবিধা শুধুমাত্র Android Smart ফোন থাকলেই উপলব্ধ কিন্তু সে যে বড় দামী। সাধারণ মধ্যবিত্ত / নিম্নবিত্ত প্রবীণদের কি হবে?

শিক্ষার সেকাল ও একাল

(গত সংখ্যার পর)

ডঃ হরপ্রসাদ সমদ্দার

গুরুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় লোক শিক্ষালাভ করার সুযোগ পেত। মোঘল আমলেও এর কোনও ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। ব্রিটিশ আমলে ব্রিটিশরা তাদের কাজের সুবিধা পাওয়ার জন্য কিছু মানুষকে ইংরেজিতে সরগর হওয়ার নিমিত্তে কিছু বিদ্যালয় স্থাপন করলেও সেখানেও ধনী ঘরের ছেলে মেয়েরাই শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে পেরেছিলো। সেই কারণেই দেশ স্বাধীন হওয়ার সময়ে মাত্র শতকরা ১৩ ভাগ লোক শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলো বলে জানা যায়। দেশ স্বাধীন হয়েছে ৬৯ বছর হয়ে গেল প্রায়, তা সত্ত্বেও সকল নাগরিককে শিক্ষার আওতায় আনা গেল না। দেশের শাসক গোষ্ঠী এই বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়ার কারণেই অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন আমরা হয়েছি।

আমাদের রাজ্যে শিক্ষার অবস্থান বিচার করার নিমিত্তে দেশ স্বাধীন হওয়ার ৬৯ বছরকে তিনভাগে ভাগ করতে চাই। প্রথম ৩০ বছর যেখানে কংগ্রেস দলের শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। তারপরের ৩৪ বছর যেখানে শাসন ক্ষমতায় ছিল বামফ্রন্ট সরকার এবং তৃতীয় ভাগের ৫ বছর যেখানে শাসন ক্ষমতায় ছিল তৃণমূল দলের সরকার। আমার

দেখার উদ্দেশ্য হল কেরলে যেখানে শতকরা ৮০ ভাগের বেশি মানুষ শিক্ষার আওতায় এসেছে সেখানে এই রাজ্যের অবস্থান কি তা একটু দেখার প্রয়োজন বোধ করছি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার চাহিদা বেড়েছে। অন্যান্য রাজ্যের মতো এ রাজ্যেও তার প্রভাব পড়েছে। তাতে শিক্ষার হার কাঙ্খিত মাত্রায় না বাড়লেও অনেকটাই বেড়েছে। যদিও চিন আমাদের পরে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পরাধীনতা ঘোচানোর পরে ২০ বছরের মধ্যেই তাঁদের কাঙ্খিত জায়গায় শিক্ষার হার বাড়াতে সমর্থ হলেও আমাদের দেশের শিক্ষিতের হার সেই পর্যায়ে নিতে ব্যর্থ হই। আমাদের রাজ্যেও শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ৫০ ভাগ অতিক্রম করতে পারা সত্ত্বেও প্রথম ৩০ বছরে আর বেশি দূর অতিক্রম করতে পারে নি। পরের ৩৪ বছরে আমলেও প্রথমদিকে সেভাবে অগ্রসর হতে না পারলেও ৮০ দশকে সকলের জন্য শিক্ষা প্রকল্প চালু করায় প্রভূত উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষার হারও শতকরা ৮০ ভাগ উত্তীর্ণ হতে সমর্থ হয়। তবুও শতকরা ৯৫ ভাগ অতিক্রম করতে অসমর্থ হয়।

শেষের ৫ বছরে শিক্ষার হারের উন্নতি তো হয়নি, বরঞ্চ ক্ষমতা দখলের নিমিত্তে আগ্রাসী মনোভাব পরিলক্ষিত হওয়ায় (সরকারের তরফে) শিক্ষাঙ্গনে অরাজকতার সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে কলেজে কলেজে ইউনিয়ন দখলের নিমিত্তে শিক্ষার পরিবেশ ব্যহত হয়। এমনকি হরিমোহন ঘোষ কলেজে দুষ্কৃতিদের গুলিতে এক পুলিশ অফিসার তাপস চৌধুরী খুন হয়ে যান। ফলে চারিদিকে হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়। বিশেষ করে মেয়েরা বাড়ির বাইরে যেতে ভয় পায় এবং বহু ছাত্রছাত্রী পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে নারী নির্যাতনও রাজ্যে বেড়ে যায়। আইন শৃঙ্খলার অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে থাকে। বিদ্যালয়ে ড্রপ আউটের সংখ্যাও বাড়তে থাকে।

অন্যদিকে আদিবাসী ও সাওতালরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকরা বাংলা ভাষা ব্যতিরেকে তাঁদের ভাষা না জানার ফলে ছাত্রছাত্রীদের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করতে না পারায় এই ছাত্রছাত্রীর ড্রপ আউটের সংখ্যা বাড়তে থাকে। বেশিদিন শিক্ষা চর্চার বাইরে থাকলে তারা যেটুকু শিখেছিলো তাও ভুলতে থাকবে। ফলে শিক্ষার হার যতটুকু বেড়েছিলো তাও কমতে থাকবে। আমার জানা একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সাওতাল শিক্ষকদের দিয়ে তাদের ভাষায় পড়িয়ে অনেককে আবার বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় সফল হয়েছে। আসল বিষয় শিক্ষায় আনন্দ না থাকলে শিক্ষার্থী শিক্ষায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। শাসক দলকে এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখে শিক্ষার্থীকে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারলেই শিক্ষার উন্নয়ন সম্ভব। জীবনের সঙ্গে শিক্ষার যোগসূত্র সৃষ্টি করাও কাম্য তাহলেই শিক্ষার্থীর অন্তরে আগ্রহ সৃষ্টি করা সম্ভব। সুপরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থাই পারে শিক্ষার্থীকে শিক্ষাঙ্গনে ফিরিয়ে আনতে। তবেই কাঙ্খিত লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব। (সমাপ্ত)

প্রবীণ নিগ্রহ প্রতিকারে কিছু কথা

অশোক রঞ্জন ধর

W.H.O. এর পরিসংখ্যান বলছে পৃথিবীব্যাপী ৪-৬ শতাংশ প্রবীণ কোন না কোন প্রকারে নিগৃহীত হন, যদিও নিগৃহীতের একটা বিরাট অংশই Unreported থাকে। আমাদের রাজ্যে (পঃ বঙ্গ) গবেষকদের তথ্যে দেখা যায় প্রবীণ নিগ্রহের হার ৮ শতাংশ (পুরুষ ৭.২ শতাংশ, মহিলা ৭.৯ শতাংশ) এবং গ্রামে শহরের চেয়ে বেশী।

প্রবীণ নিগ্রহ সমাজে এবং গৃহের অভ্যন্তরে আছে এবং থাকবেও এই জন্য নিগ্রহ/অবমাননাকে রোধ করতে জন-মানসে সচেতনতা গড়ে তুলতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্তর্গত World Health Organization ২০০৬ সালে ১৫ই জুন দিনটিকে "বিশ্ব প্রবীণ নিগ্রহ প্রতিকার সচেতনতা দিবস" হিসাবে চিহ্নিত করেছে। আমাদের সমবেত প্রচেষ্টা হবে জীবনের সায়াহ্নে উপস্থিত প্রবীণদের অবশিষ্ট জীবনটা সুন্দর ও সাবলীল করে তোলা যাতে তারা হাসিমুখে এই সুন্দর পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারেন।

এই বিষয়ে যে কাজগুলি আমরা করতে পারি।

১। ১লা অক্টোবর (বিশ্ব প্রবীণ দিবস) এবং ১৫ই জুন (বিশ্ব প্রবীণ নিগ্রহ প্রতিকার সচেতনতা দিবস) প্রতি বৎসর রাজ্য সরকারের তরফে অবশ্যই পালন করা। তাহলে বিভিন্ন সংগঠনগুলি আরো সচেষ্ট হবে এবং অনুপ্রানিত হবে।

২। বিভিন্ন কাজে প্রবীণদের বাইরে বেরোতেই হয় এবং বাসে-ট্রেনে যাতায়াত করতে হয়। তাদের কিছুটা স্বস্তি

দিতে বাসে / মিনিবাসে আসন সংরক্ষণ অতীব প্রয়োজন। প্রথমে বাসে ৪টি করে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু বর্তমানে সেটা দুটোতে (২টা) দাড়িয়েছে এবং অনেক বাসে ১টিও নেই। মেট্রোর মতো লোকাল ট্রেনেও আসন সংরক্ষণ প্রয়োজন।

৩। পিতা-মাতা ও বয়স্ক নাগরিকগণের ভরণ-পোষণ এবং কল্যাণমূলক আইন, ২০০৭ পঃবঙ্গে ১২ই জানুয়ারী ২০০৯ থেকে চালু হয়েছে। সর্বশ্রেণীর প্রবীণগণ যাতে এই আইনের সুযোগ নিতে পারেন সেজন্য এটির Prevention of Domestic Violence Act বহুল প্রচার ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। গ্রামীণ এলাকায় গ্রাম-পঞ্চায়েত স্তরে এবং শহরাঞ্চলে ওয়ার্ডস্তরে আলোচনা সভা করতে পারলে ভাল হয়। এই বিষয়ে পঞ্চায়েত সদস্য, পৌর-পিতা, অনুদানপ্রাপ্ত ক্লাব এবং প্রবীণদের নিয়ে কাজ করে এমন সংগঠনগুলিকে দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।

৪। নির্ভরশীলতা (আর্থিক, অসুস্থতা ও শারীরিক অক্ষমতার জন্য) প্রবীণ নিগ্রহের প্রায় ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে অন্যতম কারণ। এক্ষেত্রে প্রবীণরা যাতে জীবন নির্বাহ করতে পারেন সেজন্য বার্ধক্য ভাতা সর্বজনীন করা প্রয়োজন। ঐ বিষয়ক স্কীমটির পরিবর্তন এবং পরিমার্জন প্রয়োজন।

৫। শারীরিক ও মানসিকভাবে সক্ষম প্রবীণদের কর্মে নিযুক্তির সুযোগের ব্যবস্থাকরণ। স্বনির্ভরগোষ্ঠী, স্ব-রোজগার ও ১০০ দিন কাজের প্রকল্পে অল্পশ্রমে প্রবীণদের কিছু রোজগারের ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হয়।

৬। স্কুল, কলেজে শিক্ষকরা প্রবীণদের প্রতি আচরণের ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করতে পারেন। পাঠ্যসূচীতে মূল্যবোধ ও এই বিষয়গুলি থাকা প্রয়োজন। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সচেতনতা শিবির করা যেতে পারে।

৭। গৃহের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ় ও ভালবাসার হওয়া উচিত। শিশুদের শেখানো উচিত বড়দের ভালোবাসতে এবং শ্রদ্ধা করতে। বিভিন্ন তথ্যে দেখা গেছে যে প্রবীণরা তাদের পুত্র-পুত্রবধূর দ্বারাই সবচেয়ে বেশী নিগৃহীত হয়ে থাকেন। তবু তারা পরিবারের মধ্যেই থাকতে চান। এছাড়া অবশ্য উপায়ও নেই। সরকারী বৃদ্ধাবাস মাত্র ১টি এবং সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত এন.জি.ও. দ্বারা পরিচালিত বৃদ্ধাবাসের সংখ্যাও নগন্য। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন মানের ও দামের ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত বেসরকারী বৃদ্ধাবাসগুলিই ভরসা। মাঝে মাঝে এগুলি সম্বন্ধে সংবাদ মাধ্যমের দ্বারা নানা প্রকার খবর আমরা পাই, সেগুলি মোটেও সুখকর নয়। এই বৃদ্ধাবাসগুলির উপর সরকারের কোন কর্তৃত্ব নাই। বোধ হয় দায়ও নাই। অসহায়, আশ্রয়হীন, পরিবার-পরিজন ছেড়ে আসা এই প্রবীণদের বাঁচাতে সরকারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া আশু প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, রাজ্য সরকারের Home Licensing Act অনুযায়ী শিশু এবং মহিলাদের জন্য Residential Home করতে (সাহায্যপ্রাপ্ত অথবা নয়) সমাজ কল্যাণ অধিকর্তার থেকে লাইসেন্স নিতে হবে। যে সকল বৃদ্ধাশ্রমে মহিলারা থাকেন সেগুলিকে (অন্য কোন আইন না হওয়া পর্যন্ত এই আইনের আওতায় আনা যেতে পারে।)

৮। প্রবীণদের কল্যাণমূলক আইন, ২০০৭ অনুযায়ী ১৫০ জন সহায় সম্বলহীন বৃদ্ধ/বৃদ্ধাদেরজন্য প্রতিজেলায় একটি করে বৃদ্ধাশ্রম স্থাপনের পরিকল্পনা আর দেরী না করে অবিলম্বে গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৯। প্রবীণদের চিকিৎসা ব্যবস্থা আরো সুলভ ও বিনাঅর্থে হওয়া প্রয়োজন। এই ব্যবস্থা ৮০ ও তদুর্দ্ধ প্রবীণদের নিয়ে আরম্ভ করে ধাপে ধাপে এগোনো যায়। "বৃদ্ধশ্রী যোজনা" রাজ্যের সব জেলার সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন।

১০। পরিবারিক নিগ্রহ আন্তঃ-ব্যক্তিগত বিষয় একথা অনেকেই বলে থাকেন। সেজন্য এই বিষয়ে পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বা বাইরের কেউই ঢুকতে পারবে না - এই মনোভাবের পরিবর্তন প্রয়োজন।

১১। State Policy for Older Persons নির্ধারণের আর দেরী করা বোধ হয় ঠিক হবে না।

১২। প্রবীণদের সুখ-দুঃখ নিয়ে জনমত গঠনে সংবাদ-মাধ্যমগুলি (টি.ভি.সহ) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। চিকিৎসকগণ বিশেষ করে পারিবারিক-চিকিৎসকগণ গৃহাভ্যন্তরে সংঘটিত নিপীড়ন, অবহেলা নিবারণে কিছুটা হলেও হস্তক্ষেপ করতে পারেন।

পরিশেষে বলি - প্রবীণ নিগ্রহ চলছে এবং চলবেও। তাই ডাক দেওয়া হয়েছে "বিশ্ব প্রবীণ নিগ্রহ প্রতিকার

সচেতনতা দিবস'' এর। দিনটা হচ্ছে ১৫ই জুন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজ কল্যাণ বিভাগকে এবং বিভিন্ন এন.জি.ওকে অজস্র সাধুবাদ জানাই এই দিনটি পালনের জন্য এবং প্রতিবৎসরই পালিত হবে এই আশা রাখি।

সম্পাদকীয়

প্রিয় সাথী ও বন্ধুগণ, আশা করি পরিবার পরিজন সহ কুশলে আছেন। সবাইকে পবিত্র ঈদের শুভেচ্ছা জানাই।

জুন মাসে কয়েকটি আন্তর্জাতিক দিবস আমরা পার করে এলাম। এই 'দিবসের' নির্দিষ্ট বিষয়গুলির প্রতি জন-মানসে চেতনা সৃষ্টির জন্য, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এই বিশেষ দিনগুলির ডাক দিয়েছে। ১৫ই জুন ছিল 'বিশ্ব প্রবীণ নিগ্রহ প্রতিকার সচেতনতা দিবস' পশ্চিমবঙ্গ সরকার (সমাজ-কল্যাণ বিভাগ) সহ বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা এই দিনটি উদ্‌যাপন করেছে, ১৯শে জুন ছিল 'পিতৃ-দিবস' বহুকাঙ্খিত পিতৃদেবোঃ ভব এই বাণীটি যদি সবার হৃদয়াঙ্গম করানো যেত বা যায় তবে হয়ত প্রতি পরিবারে শান্তি নেমে আসতো। ২১শে জুন হয়ে গেল 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস' আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে রাষ্ট্রসংঘ ২০১৪ সালে এই দিবস ঘোষণা করে। সুস্থ শরীর ও সুস্থ মন এনে দেয় যোগ চর্য্যা। সমাজে বিধবাদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ২৩শে জুন উদ্‌যাপিত হয়েছে আন্তর্জাতিক বিধবা দিবস। আর ২৬শে জুন ছিল মাদকাশক্তি ও চোরাচালানের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক দিবস। আসুন - আমরা এবং আমাদের পরিবারের সবাই নেশা থেকে দূরে থাকি, এবং এই দিনগুলির তাৎপর্য মেনে চলি।

পবিত্র রমজান মাসে জঙ্গী আক্রমণে ২৯শে জুন নিহত ইস্তানবুলের আতাতুর্ক বিমান বন্দরে ৪১জন, ১লা জুলাই ঢাকার গুলশন এলাকায় একটি কাফেতে ৬ জঙ্গী ও ২ পুলিশ অফিসার সহ নিহত ২৮জন এবং ৩রা জুলাই বাগদাদের একটি বাজারে ঈদের কেনাকাটায় ব্যস্ত ২৫০জন জঙ্গী আক্রমণে নিহত হন। এই ঘৃণ্য কাজের জন্য দায়ী মানবতার শত্রুদের কঠোরতম ভাষায় আমরা নিন্দা করছি। নিহত ও আহতদের পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানাচ্ছি।

৩০শে জুলাই বিকেল ৫টায় সংস্থার একাদশতম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। সবাই ভাল থাকুন।

প্রাণবায়ু

ডাঃ তৃপ্তি কুমার মুখার্জী

প্রাণবায়ু রহ ক্ষণকাল
মম দেহে অন্তরে।
আছে বাকী কিছু কথা,
কহিবারে প্রিয়জন সাথে।
আঁখিদ্বয় যেন ঘোর নিদ্রাতুর,
ঘোর অন্ধকার ছায়া,
ঢাকিছে মোরে চারিদিকে।
কি হেন ক্ষণকাল,
আসিছে গ্রাস করিবারে মোরে,
কে আছ হেথা,
ধরো মোর হাত,
এক্ষণে আমি বড়ই অনাথ।

ফুল

ঃ- ঝর্ণা দাস

ফুটেছিল ফুল যবে ভাবেনি ঝড়িতে হবে
তাই সে মাতিয়াছিল জীবনের আনন্দ উৎসবে
করেছিল বিকশিত রঙীন পাঁপড়ি কত
ভরেছিল চারিদিক মধুর সৌরভে।।
অলিরা সকলে সাঁজে ফুটন্ত ফুলের মাঝে
মধুপানে রঙ ছিল গুণ গুন রবে।
কিন্তু সুদিন গেল অভাগা ফুলেরে ফেলে
কোথায় চলিয়া গেল মধু, মধুকর সবে?
অলিরা আসেনা আর করেনা সে ঝংকার
ফুল শুধু কাঁদে হায় - একাকী নীরবে।।

ডাঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিকের সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে আর্থিক সাহায্যের জন্য আমাদের আবেদনে যাঁরা ইতিমধ্যে সাড়া দিয়েছেন তাঁদের নামের তালিকা আমরা ফেব্রুয়ারী, মার্চ, এপ্রিল ও মে ২০১৬ সংখ্যায় প্রকাশ করেছি।

এরপর থেকে আরও যাঁরা দান করেছেন তাদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে প্রকাশিত হল ঃ-

ক্রমিক নং	ঠিকানা	টাকা
১২৩) শ্রী অভিজিৎ সেন	যোধপুর পার্ক, কোলকাতা - ৭০০ ০৬৮	৫,০০০.০০
১২৪) শ্রীমতি স্মিতা মিত্র	যোধপুর পার্ক, কোলকাতা - ৭০০ ০৬৮	১,০০০.০০
১২৫) শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা রায়	৩৫, সীতারাম রোড, কোলকাতা - ৭০০ ০৭০	৫০০.০০
১২৬) ডাঃ প্রাণসঙ্কর সাহা	বি.৩০ কাটজুনগর, কোলকাতা - ৭০০ ০৩২	৫০০.০০
১২৭) শ্রীমতী কাবেরী গুহ	বি/১২কাটজুনগর, কোলকাতা - ৭০০ ০৩২	৫০১.০০
১২৮) U.B.I. RWA	Kolkata - South Region	২০০.০০
১২৯) শ্রী তমাল ভৌমিক	পোদ্দার নগর, কোলকাতা - ৭০০ ০৩২	২০০.০০
১৩০) শ্রী মুকুল কান্তি সেন	পোদ্দার নগর গর্ভনমেন্ট কোয়াটার, কোলকাতা - ৭০০ ০৬৮	২০০.০০
১৩১) শ্রী রমাপ্রসন্ন দত্ত	প্রেরণা, রায়পুর, কোলকাতা - ৭০০ ০৮৪	১১১.০০
১৩২) শ্রী এ. রায়	প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কোলকাতা - ৭০০ ০৩৪	১০০.০০
১৩৩) শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী	৪/৪এ, যাদবগড়, কোলকাতা - ৭০০ ০৭৮	১০০.০০
১৩৪) শ্রীমতি পূর্ণিমা দাস	৩২,দাসনগর, কলকাতা - ৭০০ ০৪৫	১০০.০০
১৩৫) শ্রী বিমল ভূষণ দাস চাকলাদার	সোনারপুর - কোলকাতা - ৭০০ ১৫০	১০০.০০
১৩৬) শ্রী ইন্দুশেখর চ্যাটার্জী	জেড - ৬ পঞ্চসায়র - কোলকাতা - ৭০০ ০৮৪	১০০.০০

সমস্ত সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আবেদন

'ডাঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিকে ১৮ই মার্চ আধুনিক সরঞ্জাম সহ একটি ফিজিও থেরাপী কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়েছে। বর্তমানে এক্স-রে ইউনিট সহ প্যাথোলজীক্যাল সেন্টার স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর জন্য ১০ লক্ষ টাকা সংগ্রহের একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সকলের সহযোগিতা ও দানে আশাকরি আমাদের এই ভান্ডার পূর্ণ হবে।

Printed by Intergraphics, Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Intergraphics 1/15A, Prince Gulam Md. Road, Kolkata - 700 026 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra. E-mail-bethune.geriatrics@gmail.com.Website : bethunegeriatrics.in